ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAY -2 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪..

প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলাম। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও টানা চার দশক অধ্যাপনা করেছেন। পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্ক ইউনিভার্সিটি থেকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর রয়েছে গবেষণা প্রবন্ধ। সম্প্রতি ভোরের কাগজের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে *অধ্যাপক ইসলাম* উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম, এর প্র নয়া তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশ, শিক্ষিত ও কর্মক্ষম জনশক্তি তৈরি এবং সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নি মতামত দিয়েছেন। ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক *আশফাক দীপু*।

ভোরের কাগজ বিশেষ সাক্ষাৎকার

দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষাই হতে পারে প্রধান বিনিয়োগ

আমিনুল ইসলাম

ভো. কা. : *উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অবস্থা সম্পর্কে যদি বলেন-*

আমিনুল ইসলাম : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৫৬ সালে। ঐ বছর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্কুলে রেডিও এবং অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অবশ্য এটা ছিল পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং বেশ কিছুদিন এ পদ্ধতি পরীক্ষার-নিরীক্ষা চলতে থাকে। ১৯৬২ সালে অডিও ভিজুয়াল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এ প্রকল্প সাফল্য লাভ করেনি। তারপর থেকে এ ধরনের প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে। স্বাধীনতার পর বিষয়টি আবারো প্রাধান্য পায় এবং রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যায় কিনা তার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮৫ সালে দূরশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে বিএড প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়।

১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এটি একটি ভিন্নধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত। বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য এই যে, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, ক্লাস ও পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসে যেতে হয়। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঘরে বসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারেন। এতে যেকোনো বয়সের শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামতো সময়ে, পছন্দমতো বিষয়ে, আপন গতিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান।

এ বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সারা দেশে রয়েছে পর্যাপ্তসংখ্যক টিউটোরিয়াল কেন্দ্র। শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছামতো যেকোনো আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে অথবা স্থানীয় কেন্দ্রে ভর্তি হতে পারেন এবং তাদের সুবিধামতো টিউটোরিয়াল কেন্দ্র নির্বাচন করতে পারেন।

ভো. কা. : *উন্মুক্ত শিক্ষা ও দূরশিক্ষণের প্রকৃতি কি?*

আ. ই. : দূরশিক্ষণ পদ্ধতি নতুন কোনো ধারণা বা বিষয় নয়। রেডিও এবং টিভিতে শিক্ষামূলক বহু অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। আমরা এ অনুষ্ঠানগুলো থেকে অনেক বিষয় শিখি। যারা এসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তারা শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের মতো বা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের মতো আমাদের সামনে উপস্থিত থাকেন না। দূর থেকে তারা বিষয়বস্তু পরিবেশন করেন। উন্মুক্ত শিক্ষা প্রকৃতি নতুন না হলেও এ পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ এ দেশে নতুন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি অর্জন করা অন্যান্য দেশে বেশ আগে থেকে চালু রয়েছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় ওপেন ইউনিভার্সিটি চালু হয়েছে।

ভো. কা. : *উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছে কি?*

আ. ই. : এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার ধারণা, যারা উন্মুক্ত শিক্ষা পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করেন তাদের সিংহভাগের বয়স বেশি। দ্বিতীয়ত, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষা লাভ করতে আসছেন, তারা আসছেন নিজেদের ভিতরগত তাড়নায়, বাস্তব প্রয়োজনে এবং পড়ালেখার তাগিদে। একটা প্রথাগত স্কুলে বা পদ্ধতিতে এ তাগিদ এতোটা নেই। তৃতীয়ত, আমরা যে পদ্ধতিতে পাঠদান করে থাকি তা প্রথাগত পাঠদান পদ্ধতির চেয়েও উন্নত। এটি যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা যায়, তবে তা প্রথাগত পদ্ধতির চেয়েও ফলপ্রদ হবে।

ভো. কা. : *একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?*

আ. ই. : আমরা শিক্ষার্থীদের মুদ্রিত পাঠ্যসামগ্রী দিই। এ পাঠ্যসামগ্রী স্বশিক্ষণ পদ্ধতিতে লেখা হয়। আমরা বলি 'সেলফ মডিউলার ফরম'। অর্থাৎ এখানে অনেক বিষয়ের সমন্বয় করা হচ্ছে। যেমন কিছুটা টেক্সট, কিছু প্রশ্ন, কিছু উত্তর কিংবা চিন্তা করার জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী একটি বিষয় সম্পর্কে কি মনে করেন তা পাঠ্যসামগ্রীর মধ্যে সুপ্ত থাকে। শিক্ষার্থী তার অনুধাবন লিপিবদ্ধ করতে পারেন। সর্বোপরি প্রতিটি পাঠ লেখা হয় অনেকটা আলোচনার সুরে। মূল কথা হচ্ছে, দূরশিক্ষণে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে তা পাঠ্যসামগ্রীর মাধ্যমে দূর করা হয়। পাঠ্যসামগ্রী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এখানে ছাত্রদের নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করার এবং উত্তর দেওয়ার কৌশল শেখানো থাকে। মোট কথা লেখার পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। প্রতিটি আলোচ্য বিষয় আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় এবং পরিশেষে বলা হয়, 'এ কোর্স থেকে আপনারা একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন।' তার মানে প্রতিটি পাঠ বা লেসন হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ। চতুর্থত, টেলিভিশনে ও রেডিওতে বিশেষ বিশেষ পাঠ সম্পর্কে সপ্তাহে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। টেলিভিশনে ৪০ মিনিট এবং রেডিওতে ৩৫ মিনিট। এখানে একজন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহকৃত পাঠ্যসামগ্রীর সবচেয়ে জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যার দিকে প্রচার করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ বাড়িতে, বাজারে অথবা কমিউনিটি সেন্টারে দেখতে বা শুনতে পারেন। তৃতীয়ত, একটি অনন্য বিষয় হলো, আমরা প্রতিটি কোর্সের জন্য বহু টিউটোরিয়াল সেন্টার স্থাপন করেছি। এসব টিউটোরিয়াল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা ছুটির দিন বিশেষ করে শুক্রবারে শিক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি পাঠ গ্রহণ করে থাকেন। তাদের অমীমাংসিত প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হয়। কোর্সের ব্যাপ্তি অনুযায়ী মাসে দুদিন টিউটোরিয়াল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য বহুমুখী পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে। এতে একজন শিক্ষার্থী নানাভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন। জ্ঞানের নানাদিক তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে এ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী যা জেনেছেন তা শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে কিংবা শুধুমাত্র বই পড়ে জানা সম্ভব নয়। যেহেতু শিক্ষার্থীর বয়স বেশি, সেহেতু তারা একটি তাগিদে পড়ালেখা করতে এসেছেন, যেহেতু বহুমুখী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার গুণগত মান আমরা বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছি।

ভো. কা. : *এই যে বহুমুখী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হচ্ছে তার পেছনে ব্যয় তো নিশ্চয়ই অনেক।*

আ. ই. : উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় খরচ খুব একটা বেশি নয়। প্রথাগত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক একটি বেতন দিতে হয় এবং বই-খাতা ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই কিনতে হয়। উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় বেতনের পরিবর্তে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোর্স অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ফি দিতে হয়। এর বিনিময়ে প্রত্যেকে তাদের পাঠ্যসামগ্রীর প্যাকেজ পেয়ে যান। এতে বই, অডিও ক্যাসেট ও অন্যান্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষারও ফি দেওয়ার ঝামেলা থাকে না। কারণ তা কোর্স ফির সঙ্গে আদায় হয়ে যায়। যেমন ধরুন, আমাদের এসএসসি প্রোগ্রামের প্রতিটি কোর্সের জন্য ২০০ টাকা ফি রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, কোর্স ফির বিনিময়ে যে পাঠ্যসামগ্রীর প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে সমস্যা। বিশেষভাবে নিচের দিকে সার্টিফিকেট কোর্সগুলোতে ব্যয় বেশি। যেমন এসএসসি ও এইচএসসি। তবে ওপরের দিকে অনেক প্রোগ্রাম, যেমন বিএড, এমএড, এমবিএ ইত্যাদিতে কোর্স ফি বেশি। এগুলো থেকে কিছুটা আয়ও হয়। এভাবে পুষিয়ে নেওয়া হয় এবং এক রকম সমন্বয় করে নেওয়া হয়। তবে এ ব্যবস্থা কতোদিন চালিয়ে নেওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। কারণ শিক্ষা উপকরণসমূহের দাম তো বাড়ছেই।

ভো. কা : *কোর্স ফি পুনর্নির্ধারণের চিন্তাভাবনা করছেন কি?*

আ. ই. : যদি কোর্স ফি পুনর্নির্ধারণ করতে চাই তবে সেখানেও কিছু সমস্যা থেকেই যায়। প্রথমত, যে সকল কোর্স সাধারণ মানুষের নাগালে রাখতে হয় সেখানে আমাদের ব্যয় বেশি হয়, তবে সেখানে গ্রামীণ জনগণ বিশেষত দরিদ্র শিক্ষার্থীরাই বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে কিছু কিছু কোর্সের ফি কম রাখা হয়েছে। এবং এটা করা হয়েছে এ কারণে যে, যাতে তারা শিক্ষার ব্যয়টুকু বহন করতে পারেন। চেষ্টা করা হচ্ছে অন্য কোনো উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করে এসব প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার। কারণ শিক্ষা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ।

ভো. কা. : *কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কি হতে পারে?*

আ. ই. : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনকারী পুরুষ বা মহিলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। এক জরিপে দেখা যায়, আমাদের বিএড কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সকল কোর্স অফার করা হচ্ছে সেগুলো প্রধানত প্রফেশনাল কোর্স। শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক কোর্স দেওয়া হচ্ছে না। আমরা বিশ্বাস করি, কোর্সগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে এসব কোর্সের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে উপকৃত হতে পারেন। দারিদ্র্য বিমোচন, নারী শিক্ষার বিস্তার এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জন এসব বিষয় বিবেচনা করেই কোর্সগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে যারা বেকার তারাও প্রফেশনাল কোর্স দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের বিভিন্ন অফিসে কর্মরত পদস্থ কর্মকর্তা ছাড়াও নিচের পর্যায়ে কর্মরত লোকদের জন্য আমাদের কিছু বিশেষ কোর্স আছে। যেমন কম্পিউটারের ওপর ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছেন এবং তাতে অফিসের কাজকর্মের গুণগত মান বাড়ছে। অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে এবং সে ধারার শিক্ষা লাভ করে দক্ষতা অর্জনেরও সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের দ্বারে শিক্ষার আলো যদি পৌঁছে দিতে পারি এবং সে শিক্ষা যদি অর্থবহ হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের পথ সুগম হবে।

আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আমরা শুধু যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিচ্ছি তা-ই নয় বরং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। যেমন টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত, দৈনন্দিন বিষয়, পরিবেশ ও পরিবেশ সচেতনতা, বনায়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, বিপণন, সঞ্চয় প্রবণতা, প্রাথমিক আইনগত ধারণা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে উপ আনুষ্ঠানিক কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। সুতরাং এ ধরনের একটি শিক্ষাব্যবস্থায় শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বাড়ছে তা নয় বরং এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করছেন এবং এতে তার কাজের মানও কিছু উন্নত হচ্ছে।

ভো. কা. : *জাতীয় উন্নয়নে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কি?*

আ. ই. : এক অর্থে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। আগে যেমনটা বলেছি আমরা যে সকল কোর্স ও প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি তা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় লাখ শিক্ষার্থী পড়ছেন। এ বছরের শেষে তা দুই লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এতে যেমন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে তেমনি একই সমান্তরালে একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে উঠছে যা আগামীতে জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ভো. কা. : *নয়া তথ্য প্রযুক্তি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে?*

আ. ই. : উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তথ্য প্রযুক্তির যতো প্রসার ঘটবে উন্মুক্ত শিক্ষার প্রসারও ততো ঘটবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে সাবলীল যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে একমাত্র তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে। বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তি যেমন টেলিফোন, ফ্যাক্স, রেডিও, টেলিভিশন, ই-মেইল, ইন্টারনেট, টেলিকনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি বিষয়ই তথ্য প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। তবে বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশে টেলিফোন, ফ্যাক্স কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন কিছুটা ব্যয়বহুল তো বটেই। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ নিতে পারি। এ রকম কতোগুলো বিষয় আমরা শিগগিরই প্রবর্তন করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে একটি হলো টেলিকনফারেন্সিং। এই ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক দেশের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অবস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একযোগে যোগাযোগ করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি যখন কথা বলছেন, তখন সারা দেশের শিক্ষার্থী আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে সমবেত হয়ে ঐ শিক্ষকের বক্তব্য শুনতে পাবেন। একই প্রকৃতির আরেকটু অগ্রসর প্রযুক্তি রয়েছে যাকে বলে ভিডিও কনফারেন্সিং। অডিও টেলিকনফারেন্সিং-এ একজন শিক্ষার্থী যেমন শিক্ষকের কথা শুনতে পাচ্ছেন, শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে পারছেন, তবে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ভিডিও কনফারেন্সিং-এ এসব ছাড়াও শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছেন। ক্লাসে অর্থাৎ যেমন শিক্ষক ও ছাত্রদের